Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 05-09-2026 22:29 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

১৮ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। শনিবার ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৭৪ সংখ্যা ।। ৮পাতা

শিক্ষক দিবসে একগুচ্ছ বাঁশ দেখিয়ে শুভেচ্ছা ঋতাভরী চক্রবর্তীর !

আমেরিকার পর ব্রিটেন, ভগবতের সভা ঘিরে বিক্ষোভ ! বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলল সংঘ

বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে মজুত মাত্র ৯ দিনের কয়লা !

১০ দিন পর নেপালে সুড়ঙ্গ ও ধসে যাওয়া বাড়ি থেকে জীবিত উদ্ধার বৃদ্ধা ও চিনা শ্রমিক

যাদের পড়িয়েছি, শিখেছি তাদের থেকেও-দ্রৌপদী মুর্মু

পুজোর আগেই পর্যটন শিল্প নীতি

লাটাগুড়িতে ঘোষণা মন্ত্রীর

নয়া জামানাঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পর্যটনকে শিল্প নীতির আওতাভুক্ত করতে চলেছে। লাটাগুড়ি থেকে এই সংক্রান্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া পুজোর আগেই সম্পূর্ণ হবে বলে শনিবার ঘোষণা করেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। এই ঘোষণার পরই পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে উৎসাহ।বিশেষজ্ঞদের মতে, শিল্প নীতির আওতায় এলে জমি হস্তান্তর, সরকারি সহায়তা এবং ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়ার প্রক্রিয়া অনেকটাই সহজ হবে।আন্তর্জাতিক পর্যটন দিবস উপলক্ষে ফেডারেশন অফ বেঙ্গল হোটেলিয়ার্স এবং লাটাগুড়ি রিসোর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে লাটাগুড়িতে আয়োজিত হয় একটি বিশাল ম্যারাথন দৌড়। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী জানান, উত্তরবঙ্গের পর্যটনের সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে সরকার কাজ করছে এবং স্যাটেলাইট ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে অরণ্য ও তৃণভূমি সংরক্ষণের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ জয়ন্ত রায়, বিধায়ক শুক্রা মুণ্ডা, রাজ্য বিজেপির সম্পাদক বাপি গোস্বামী, জেলা সভাপতি শ্যামল চন্দ্র রায়সহ সংগঠনের রাজ্য ও জেলা প্রতিনিধিরা। প্রশাসনের তরফে ছিলেন মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খাণ্ডাল ও বিডিও রেমিল সোরেন। ম্যারাথনের পাশাপাশি দু'দিন ধরে পর্যটকদের জন্য বিনামূল্যে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে, যেখানে বারুটি অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের শো-কেস করা হয়েছে।মন্ত্রী আরও জানান, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব বৃদ্ধিতে পর্যটনকে কাজে লাগানো হবে, তবে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি হতে দেওয়া হবে না। সম্প্রতি ঘোষিত ইকো সেনসিটিভ জোনকে সরকারের সাফল্য বলেও দাবি করেন তিনি। লাটাগুড়ির রিসর্টগুলির জমি সংক্রান্ত নথিতে গরমিল প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, দুর্নীতিতে যুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তবে সরকারের মূল লক্ষ্য উন্নয়নমূলক কাজ। সংগঠনের সহসভাপতি উজ্জ্বল ঘোষ জানান, আগামী ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে ফের এই ধরনের অনুষ্ঠান হবে।

মেধার ভিত্তিতেই শিক্ষক নিয়োগ হবেঃ মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যে এসএসসি নিয়োগ নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। স্বচ্ছ নিয়োগ ও চাকরির দাবিতে দিনের পর দিন রাজপথে বসে থেকেছেন হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থী। শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে সেই প্রসঙ্গ টেনে রাজ্যের নতুন সরকারের আমলে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, নিয়োগের ক্ষেত্রে একমাত্র বিচার্য বিষয় হবে মেধা ও পরীক্ষার ফল।তৃণমূলকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভুল থেকেই মানুষ শিক্ষা নেয়। এরপরই তিনি জানান, রাজ্য সরকার শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব রামকৃষ্ণ মিশনের তিনজন মহারাজের হাতে তুলে দিয়েছে, যাঁদের প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। এসএসসি-তে আইআইএম থেকেও একজনকে সদস্য করা হয়েছে বলে জানান তিনি। সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে নিয়োগ সম্পন্ন হবে এবং কোনও অন্যায় হবে না বলে আশ্বাস দেন তিনি। বিধানসভায় ওবিসি বিল সংশোধন করে অন্যায়ভাবে অন্তর্ভুক্তদের বাদ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। ৮ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট খোলার পর মামলা থেকে সরকার এক্সিট নিয়েছে এবং নতুন এসএসসি গঠিত হয়েছে। মোবাইলে মেসেজ পাঠিয়ে নয়, নিয়োগের তালিকা প্রকাশ্যে প্রকাশ করতে হবে বলেও তিনি নির্দেশ দেন।মৌখিক পরীক্ষায় ১৫ নম্বর বরাদ্দ নিয়ে প্রশ্ন তুলে তৃণমূলকে আক্রমণ করেন শুভেন্দু। তাঁর কটাক্ষ, নিজের লোক ঢোকানোর জন্যই এত নম্বর রাখা হয়েছিল। মৌখিকে ৫ নম্বরের বেশি না রাখার পরামর্শ তিনি এসএসসিকে দিয়েছেন এবং সংরক্ষণ বিধি মেনে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান।শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশাসনিক কাজের বোঝা কমাতে শিক্ষাকর্মী, ল্যাবরেটরি কর্মী নিয়োগেরও প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী।

জেলায় জেলায় সিএম শ্রী ইনস্টিটিউট গড়ার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ তৃণমূল আমলে রাজ্যের স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। চাকরি দুর্নীতি থেকে শুরু করে পরিকাঠামোগত সমস্যা এবং স্কুলের পরিবেশ নষ্ট হওয়া নিয়ে

তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের অভিযোগ রয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে বদ্ধপরিকর মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই জাতীয় শিক্ষা নীতির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে। এবার শিক্ষার মান আরও বাড়াতে বড় ঘোষণা করলেন তিনি সেন্ট্রাল স্কুলের ধাঁচে প্রতিটি জেলায় আপাতত দুটি করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি হবে,

যার নাম দেওয়া হয়েছে সিএম শ্রী ইনস্টিটিউট।শনিবার শিক্ষক দিবস উপলক্ষে নিউটাউনের কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত বিদ্যাসাগর শিক্ষক সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানেই রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে

একাধিক পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন তিনি। পাশাপাশি বিগত তৃণমূল সরকারকে ফের একবার শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর দাবি, তৃণমূল আমলে রাজ্যের শিক্ষা পরিকাঠামো একেবারে ভেঙে পড়েছে এবং দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার মান তলানিতে ঠেকেছে।মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বা সিএম শ্রী ইনস্টিটিউট তৈরি করা হবে। তিনি বলেন, জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের মতো এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি করা হবে। এগুলিকে একটি মডেল স্কুলেও পরিণত করা হবে। পাশাপাশি তিনি জানান,

এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে সেরা মানের শিক্ষক, আধুনিক ডিজিটাল ল্যাব ও স্মার্ট বোর্ডের মতো সুযোগ-সুবিধা থাকবে। সেন্ট্রাল স্কুলের আদলে প্রতিটি জেলায় প্রাথমিকভাবে দুটি করে এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি।

আগামী দিনে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার আরও উন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপ চালু রাখারও বার্তা দেন তিনি।

বার্ধক্য-বিধবা-দিব্যাঙ্গ ভাতায় স্বস্তি সোমেই নবান্নে সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ দুর্গাপুজোর আগেই অ্যাকাউন্টে ঢুকছে বর্ধিত হারে বার্ধক্য, বিধবা ও দিব্যাঙ্গ ভাতা দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে রাজ্যের প্রায় ৬২ লক্ষ উপভোক্তার জন্য বড় স্বস্তির খবর। আগামী সোমবার, অর্থাৎ ৭ সেপ্টেম্বর থেকে বার্ধক্য, বিধবা এবং দিব্যাঙ্গ ভাতার টাকা সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করবে। সমাজকল্যাণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জনকল্যাণ শিবিরে এই তিনটি ভাতার জন্য আবেদনকারী প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ উপভোক্তা এবার সরাসরি অ্যাকাউন্টে টাকা পাবেন। সব মিলিয়ে প্রায় ৬২ লক্ষ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে যাবে দেড় হাজার টাকা করে।পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে এই ভাতার পরিমাণ ছিল মাত্র এক হাজার টাকা। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপির প্রতিশ্রুতি ছিল, ক্ষমতায় এলে এই ভাতা বাড়ানো হবে। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নতুন সরকার আসার পরই বার্ধক্য, বিধবা ও বিশেষ ভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এক হাজার টাকা থেকে একধাক্কায় তা বাড়িয়ে দেড় হাজার টাকা করা হয়, অর্থাৎ ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়।

মঙ্গলেই উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ প্রতিবেশী নেপালে সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের জেরে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকাতেও আশঙ্কার মেঘ। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার তাঁর সফরের দিনক্ষণ প্রকাশ্যে আসে। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার শিলিগুড়ি পৌঁছবেন তিনি এবং উত্তরকন্যায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এরপর তাঁর কালিম্পং যাওয়ার কথা রয়েছে। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর সফরের বিষয়ে জেলা প্রশাসনকে ইতিমধ্যেই প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।সম্প্রতি নেপালে হড়পা বান ও হিমবাহ হ্রদ ভাঙার জোড়া বিপর্যয়ের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছে গোটা বিশ্ব। প্রতিবেশী দেশ হওয়ায় এই দুর্যোগের প্রভাব উত্তরবঙ্গেও পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে রাজ্য সরকার। হিমবাহ গলা জল পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নেমে উত্তরবঙ্গে কখন বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে প্রশাসনিক মহলে। এই আশঙ্কা থেকেই আগাম পদক্ষেপ নিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 05-09-2026 22:29 Page 2

জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণপ্রেমের জোয়ার

দেশের এই ৫ তীর্থক্ষেত্রে মিলবে ভক্তির আসল খোঁজ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ মথুরার কারাগারে ভাদ্র মাসের এক দুর্যোগপূর্ণ গভীর রাতে জন্ম নিয়েছিলেন দেবকীনন্দন। যুগ যুগ ধরে সেই তিথিই কৃষ্ণপ্রেমীদের কাছে পরম আনন্দের, পরম উদযাপনের। এ বছর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি দু'দিন ব্যাপী বিস্তৃত। স্মার্ত মত অনুযায়ী, সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে ৪ সেপ্টেম্বরই জন্মাষ্টমীর ব্রত পালিত হবে। অবশ্য শুধু পুজো-অর্চণা নয়, জন্মাষ্টমীর এই বিশেষ তিথি ছুটির দিনে মনকে অন্য এক আলোয় ভরিয়ে তোলে। নিজের দৈনন্দিন পরিচিত জীবন ছেড়ে তাই অনেকেই বেরিয়ে পড়েন কৃষ্ণের স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যধামের উদ্দেশ্যে। শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র ও জন্মাষ্টমীর রূপ পরখ করতে চান? ভারতের কোন ৫ স্থান সেরা ভ্রমণ ঠিকানা হতে পারে? জেনে নিন।

যমুনার তীরে কৃষ্ণপ্রেমের আসল সৌরভ মেলে এই প্রাচীন নগরে। কারণ এটি স্বয়ং কৃষ্ণের জন্মভূমি। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে পুরো মথুরা রঙিন আলোয় ও ফুলের সাজে সেজে ওঠে। উৎসবের সূচনা হয় 'ঝুলন উৎসব' দিয়ে। কৃষ্ণের জন্য তৈরি হয় সুসজ্জিত দোলনা। মন্দিরে মন্দিরে কৃষ্ণের শিশু বয়সের প্রতিমা বসিয়ে চলে আরাধনা। এ ছাড়া রাসলীলা ও মনোহরী বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পর্যটকদের মন জয় করে নেয়।

কীভাবে পৌঁছবেনঃ দিল্লি বা দেশের অন্যান্য প্রধান শহর থেকে ট্রেনে সহজেই মথুরা জংশনে পৌঁছানো যায়। আকাশপথে যেতে চাইলে নিকটবর্তী বিমানবন্দর হল আগ্রা (প্রায় ৬০ কিমি) এবং দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (প্রায় ১৫০ কিমি)। দিল্লি থেকে সড়কপথে গাড়ি বা বাসে চেপেও যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে ৩ ঘণ্টায় মথুরা পৌঁছানো যায়।

মথুরা থেকে মাত্র ১৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বৃন্দাবন। জন্মাষ্টমীর কয়েক দিন আগে থেকেই এখানে শুরু হয় ভক্তদের সমাগম। বাঁকে বিহারী, ইসকন এবং প্রেম মন্দিরের মতো বিখ্যাত ধামগুলি অপূর্ব আলোয় সাজানো হয়। বাতাস জুড়ে তখন শুধুই ভজন আর কীর্তনের ধ্বনি। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার জীবন্ত চিত্র তুলে ধরা হয় নাটকের মাধ্যমে।

কীভাবে পৌঁছবেনঃ বৃন্দাবনের নিজস্ব বড় রেল স্টেশন না থাকলেও নিকটতম প্রধান স্টেশন মথুরা জংশন (১৭ কিমি)। মথুরা স্টেশন থেকে অটো, ট্যাক্সি বা বাস ধরে খুব সহজেই বৃন্দাবনে পৌঁছে যাওয়া যায়। আকাশপথে আসতে চাইলে দিল্লি বিমানবন্দরই সবচেয়ে সুবিধাজনক।

যাঁরা উত্তরপ্রদেশের ভিড় এড়িয়ে শহরের কাছে ভক্তিভাব অনুভব করতে চান, তাঁদের জন্য দিল্লির লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির বা বিড়লা মন্দির আদর্শ। মাঝরাতে কৃষ্ণের জন্মলগ্নে এখানে আয়োজিত হয় বিশেষ 'মহা আরতি' ও 'অভিষেক'। আলোকসজ্জা ও পুষ্পসজ্জায় সেজে ওঠা এই মন্দির প্রাঙ্গণে দূরদূরান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত এসে জমা হন।

কীভাবে পৌঁছবেন ঃ দেশের যেকোনও প্রান্ত থেকে বিমান বা ট্রেনে খুব সহজেই দিল্লিতে পৌঁছানো যায়। দিল্লির নতুন দিল্লি বা পুরনো দিল্লি রেল স্টেশন থেকে ট্যাক্সি, অটো অথবা দিল্লি মেট্রো ব্যবহার করে মন্দির মার্গ-এ অবস্থিত বিড়লা মন্দিরে সহজেই যাওয়া সম্ভব (নিকটতম মেট্রো স্টেশন 'আর কে আশ্রম মার্গ')।কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণের কর্মভূমি ছিল গুজরাটের দ্বারকা। সেখানকার 'জগৎ মন্দির' নামে পরিচিত দ্বারকাধীশ মন্দিরে জন্মাষ্টমীর দিন ভোরবেলার 'মঙ্গল আরতি' দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। দিনভর চলে বিশেষ শৃঙ্গার ও মহাপূজা। সমুদ্রের বাতাস আর মন্দিরের ভক্তিগীতি বুকের মধ্যে জাগিয়ে তোলে এক অলৌকিক অনুভূতি।

কীভাবে পৌঁছবেন ঃ ট্রেনপথে সরাসরি দ্বারকা রেল স্টেশনে যাওয়া যায়, যা দেশের প্রধান শহরগুলির সঙ্গে যুক্ত। বিমানপথে যেতে চাইলে নিকটতম বিমানবন্দর হল জামনগর (প্রায় ১৩৭ কিমি) এবং রাজকোট। বিমানবন্দর থেকে ট্যাক্সি বা বাসে দ্বারকা পৌঁছানো যায়।মহারাষ্ট্রে আবার জন্মাষ্টমীর মূল আকর্ষণ অন্য রকমের। এখানে উৎসবের প্রধান অঙ্গ হল 'দহি হান্ডি'। মাখনচোর কৃষ্ণের মাখন চুরির স্মৃতিকে মনে রেখে বিশাল মানব পিরামিড তৈরি করা হয়। উঁচুতে বাঁধা দই ও মাখনের হাঁড়ি ভাঙার এই প্রতিযোগিতা দেখতে রাস্তায় নামেন হাজার হাজার মানুষ।

ভক্তির সঙ্গে রোমাঞ্চের এই অপূর্ব মেলবন্ধন দেখতে বহু পর্যটক এই সময়ে মুম্বই ও পুণেতে আসেন।

কীভাবে পৌঁছবেন ঃ মুম্বই ও পুণে ভারতের অন্যতম প্রধান মহানগর হওয়ায় রেল, সড়ক ও আকাশপথে দেশের সব প্রান্তের সঙ্গেই চমৎকারভাবে সংযুক্ত। মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস বা ছত্রপতি টার্মিনাস রেল স্টেশন দিয়ে সহজেই শহরে পৌঁছানো যায়। পুণের ক্ষেত্রেও নিজস্ব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও পুণে জংশন স্টেশন রয়েছে।

মথুরার কারাগারে ভাদ্র মাসের এক দুর্যোগপূর্ণ গভীর রাতে জন্ম নিয়েছিলেন দেবকীনন্দন। যুগ যুগ ধরে সেই তিথিই কৃষ্ণপ্রেমীদের কাছে পরম আনন্দের, পরম উদযাপনের। এ বছর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি দু'দিন ব্যাপী বিস্তৃত। স্মার্ত মত অনুযায়ী, সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে ৪ সেপ্টেম্বরই জন্মাষ্টমীর ব্রত পালিত হবে। অবশ্য শুধু পুজো-অর্চণা নয়, জন্মাষ্টমীর এই বিশেষ তিথি ছুটির দিনে মনকে অন্য এক আলোয় ভরিয়ে তোলে। নিজের দৈনন্দিন পরিচিত জীবন ছেড়ে তাই অনেকেই বেরিয়ে পড়েন কৃষ্ণের স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যধামের উদ্দেশ্যে। শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র ও জন্মাষ্টমীর রূপ পরখ করতে চান?

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 05-09-2026 22:29 Page 3

বচসা থামাতে গিয়ে জখম দুই বিজেপি নেতা অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নয়া জামানা ঃ খাস কলকাতার বাঘাযতীনে গভীর রাতে আক্রান্ত হলেন দুই বিজেপি নেতা। শুক্রবার রাত আড়াইটে নাগাদ ঘটে এই ঘটনা। ইটের আঘাতে জখম হন বিজেপি যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি সৌম্যদীপ সাহা এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক।বিজেপি যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতির দাবি অনুযায়ী, ওই রাতে তিনি রাস্তায় বেরিয়ে দেখেন এক যুগল বচসায় জড়িয়েছেন। তাঁদের সেখান থেকে সরে যেতে বলামাত্র আধলা ইট দিয়ে তাঁর উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। ইটের আঘাতে তাঁর মুখ ফেটে যায়। ঘটনার পর তিনি সহকর্মীদের খবর দেন। খবর পেয়ে আরও বিজেপি কর্মী ঘটনাস্থলে পৌঁছলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায় বলে অভিযোগ। এই সংঘর্ষে মাথা ও চোখে আঘাত পান বিজেপি যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদকও। আহত দুই নেতাকে পরে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।বিজেপির অভিযোগ, হামলাকারীরা নিজেদের তৃণমূল কর্মী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। যদিও এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছে তৃণমূল। শাসক দলের বক্তব্য, জোর করে তাদের নাম জড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এই ঘটনায়।অন্যদিকে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, ওই এলাকায় প্রায়ই সমাজবিরোধীদের আনাগোনা এবং নেশার আসর বসে, সেখান থেকেই এই ঘটনার সূত্রপাত বলে তাঁদের ধারণা। ঘটনার পর ইতিমধ্যেই স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে বিজেপি।

পুজোয় ভিড় নিয়ন্ত্রণে কড়া নির্দেশ পুলিশ কমিশনারের

নয়া জামানা ঃ দুর্গাপুজোয় কোনও মণ্ডপে যাতে অতিরিক্ত ভিড় না হয় এবং তার জেরে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে প্রত্যেক থানার ওসিকে নির্দেশ দিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা। শুক্রবার সন্ধ্যায় লালবাজারের পুলিশ কর্তা ও প্রত্যেক থানার ওসিদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন তিনি। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে,

পুজোর মণ্ডপ তৈরির শুরু থেকেই থানাগুলিকে থিম সম্পর্কে জানতে বলা হয়েছে।কমিশনারের নির্দেশ, মণ্ডপ এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে ভিতরে একসঙ্গে অতিরিক্ত দর্শনার্থী না থাকেন। প্রবেশ ও বাহির পথ পৃথক রাখতে হবে, যাতে দর্শনার্থীরা দ্রুত প্রতিমা দর্শন করে বেরিয়ে যেতে পারেন। সেলফি তোলা বা ছবি তোলায় সময় ব্যয় না করে দ্রুত বাইরে যেতে বলা হবে দর্শনার্থীদের। এই লক্ষ্যে ওসিরা নিজ নিজ এলাকার প্রতিটি মণ্ডপের জন্য ক্রাউড ফ্লো বা ক্রাউড সার্কুলেশন পরিকল্পনা তৈরি করবেন এবং পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। পরে ডিভিশনের ডিসিরাও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। পুজো কমিটির স্বেচ্ছাসেবক ও নিরাপত্তারক্ষীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে পুলিশের তরফে।মণ্ডপ সংলগ্ন রাস্তায় ট্রাফিক যাতে মসৃণ থাকে, সেদিকেও নজর দিতে হবে। গাড়িতে বসে ঠাকুর দেখা বা ছবি তোলার জন্য গতি কমানো চলবে না। মেট্রো স্টেশনের বাইরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন থাকবে, কারণ সেখান থেকে বহু দর্শনার্থী প্যান্ডেল হপিং করেন। ফুটপাত দখলমুক্ত রাখা ও রাস্তায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থার জন্য কেএমডিএ ও পুরসভাকে চিঠি দিচ্ছে পুলিশ।

আইনি বিয়ে হয়নি ?

তবু ৪৯৮এ-তে মামলা চলতে পারে,গুরুত্বপূর্ণ রায় হাই কোর্টের

নয়া জামানা ঃ এত দিন পর্যন্ত আইনতভাবে বিয়ে সম্পন্ন হলে তবেই বধূ নির্যাতনের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ ধারায় নিষ্ঠুরতার মামলা রুজু করা যেত। তবে সম্প্রতি এক মামলার রায়ে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি উদয়কুমার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ৪৯৮এ ধারা প্রয়োগের জন্য ত্রুটিহীন বা আইনগতভাবে বিধিসম্মত বিয়ে থাকা বাধ্যতামূলক নয়। প্রাথমিক তথ্যপ্রমাণে যদি বিয়ের মতো ঘরোয়া সম্পর্ক এবং নিষ্ঠুরতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা হলেই এই ধারায় মামলা চলবে।বিবাহিত মহিলাদের সুরক্ষার্থে ১৯৮৩ সালে ৪৯৮এ ধারাটি আইপিসিতে যুক্ত করা হয়। স্বামী বা তাঁর পরিবারের কেউ স্ত্রীর উপর শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন চালালে তা এই ধারায় শাস্তিযোগ্য। ধারাটির অপব্যবহার রুখতে সুপ্রিম কোর্ট আগেই নির্দেশ দিয়েছিল, অভিযোগ দায়েরের সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী বা তাঁর আত্মীয়দের গ্রেফতার করা যাবে না,পুলিশকে আগে তদন্ত ও সত্যতা যাচাই করতে হবে।

সাম্প্রতিক মামলাটি দায়ের করেন এস কে আজহারউদ্দিন ওরফে আকাশ,

যাঁর বিরুদ্ধে নির্যাতন, প্রতারণা ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণের অভিযোগ তুলেছেন কোয়েল বেগম ওরফে জয়া রায়। জয়ার অভিযোগ, ২০১৯ সালে পরিচয়ের পর আকাশ নিজেকে অবিবাহিত ও অনাথ বলে পরিচয় দিয়ে তাঁকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে বিয়ের সম্পর্কে জড়ান, পরে নির্যাতন ও তোলাবাজি চালান।নিম্ন আদালতের মামলা খারিজের আবেদন জানিয়ে হাই কোর্টে যান আকাশ।

কিন্তু আদালত জানায়, শুধু বিয়ের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ফৌজদারি প্রক্রিয়া বন্ধ করা যায় না। ফলে নিম্ন আদালতে মামলা চলবে বলে জানিয়েছে হাই কোর্ট।

দমদম পার্কের নামী রেস্তরাঁয় খাদ্য সুরক্ষা অভিযান, উদ্ধার পচা মাংস-নিষিদ্ধ রং

নয়া জামানা ঃ রাজ্যজুড়ে হোটেল-রেস্তরাঁয় খাদ্যের মান যাচাইয়ে চলা অভিযানে ফের উঠে এল উদ্বেগজনক তথ্য।শনিবার দমদম পার্ক এলাকার এক জনপ্রিয় রেস্তরাঁয় খাদ্য সুরক্ষা দফতর, দক্ষিণ দমদম পুরসভা ও নাগেরবাজার থানার পুলিশ যৌথভাবে আকস্মিক অভিযান চালায়। রান্নাঘর ও স্টোররুম পরীক্ষার সময় ফ্রিজে দীর্ঘদিনের পচা ও বাসি মাংস মজুত থাকতে দেখা যায়। এছাড়া রান্নার মশলা ও অন্যান্য উপকরণে ক্ষতিকর, নিষিদ্ধ কৃত্রিম রঙের ব্যবহারও ধরা পড়ে। রান্নাঘরের পরিবেশও ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর-বাসন ধোয়ার জায়গার একদম গা ঘেঁষেই ছিল রান্নার উনুন। খাদ্য সুরক্ষা আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং বিভিন্ন নমুনা ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। পরীক্ষার রিপোর্ট এলে লাইসেন্স বাতিলসহ কঠোর ব্যবস্থার সম্ভাবনা রয়েছে।শুধু দমদম পার্ক নয়, গত তিন দিনে রাজ্যের প্রায় ২,৩৩৭টি হোটেল-রেস্তরাঁয় তল্লাশি চালানো হয়েছে। পার্কস্ট্রিটের একাধিক নামী প্রতিষ্ঠান-করিমস, ডন জিওভানি, তুংফং প্রভৃতিতেও মিলেছে পচা মাংস, মেয়াদ পেরোনো তেল ও ছত্রাকযুক্ত সবজি। মিষ্টির ছানার গুণমান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ট্যাংরা, সোনারপুর, কামালগাজি, ধনেখালি ও গড়িয়াতেও একই ধরনের অনিয়ম ধরা পড়ায় সোনারপুরের একটি রেস্তরাঁ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কলকাতায় পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস শুরু দাবি-আপত্তি শুনানি

নয়া জামানাঃ কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের খসড়া তালিকা প্রকাশের পর এ বার শুরু হয়েছে দাবি ও আপত্তি জানানোর পর্ব। আসন্ন পুরভোটের আগে মহানগরের এই ভৌগোলিক রূপান্তর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী, বর্তমান ১৪৪টি ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়িয়ে ২০৯টি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ নতুন যুক্ত হচ্ছে ৬৫টি ওয়ার্ড।সীমানা পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বর্তমান ৫৮টি ওয়ার্ড ভেঙে গড়া হচ্ছে ১২৩টি নতুন ওয়ার্ড। বাকি ৮৬টি ওয়ার্ড সরাসরি ভাঙা না হলেও সার্বিক পুনর্বিন্যাসের জেরে তাদের সীমানা ও পরিচিতিও বদলে যাবে। মূল লক্ষ্য ভোটার সংখ্যায় সামঞ্জস্য আনা-প্রতিটি ওয়ার্ডে আনুমানিক ১৫ থেকে ১৮ হাজার ভোটার রাখার ভিত্তিতেই এলাকাগুলি নতুন করে সাজানো হচ্ছে।নতুন সীমানা নিয়ে আপত্তি বা পরামর্শ খতিয়ে দেখতে শনিবার থেকে আনুষ্ঠানিক শুনানি শুরু

হয়েছে, যা চলবে ৯ তারিখ পর্যন্ত। প্রথম দিনেই ব্যাপক তৎপরতা দেখা গিয়েছে। শুনানি সেরে বেরিয়ে আসেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা, আবার অশোক সিনহার নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধিদল নিয়ে অংশ নেয় বিজেপি। রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাশাপাশি নিজেদের এলাকা নিয়ে মতামত জানাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাজির হচ্ছেন সাধারণ বাসিন্দারাও।আইন অনুযায়ী ওয়ার্ড সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের, তবে সীমানা পুনর্বিন্যাস ও সংরক্ষণ কার্যকর করার দায়িত্ব রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। এক্ষেত্রে কমিশনের ভূমিকা এখনও স্পষ্ট না হওয়ায় প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। ২২ অগস্ট পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৮০-র দ্বিতীয় তফসিল সংশোধনের ভিত্তিতে এই খসড়া প্রকাশ করে। নাগরিকদের ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের কাছে আপত্তি জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 05-09-2026 22:29 Page 4

সম্পাদকীয়

৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। শনিবার

আলোর কারিগর

শিক্ষক দিবস মানেই কি কেবল একটি ফুল, একটি শুভেচ্ছা, কিংবা সামাজিক মাধ্যমে কয়েকটি আবেগঘন পোস্ট? নিশ্চয়ই নয়।শিক্ষক দিবস আসলে আত্মসমীক্ষার দিন আমরা কেমন সমাজ গড়তে চাই,আমাদের আগামী প্রজন্মকে কী ধরনের মানুষ হিসেবে দেখতে চাই এবং সেই পথ নির্মাণে শিক্ষকের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা নতুন করে ভাবার দিন।৫ সেপ্টেম্বর, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, দার্শনিক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশজুড়ে পালিত হয় শিক্ষক দিবস। কিন্তু রাধাকৃষ্ণনের প্রতি শ্রদ্ধা শুধু তাঁর জন্মদিন স্মরণে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না।তাঁর শিক্ষাদর্শকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করাই হবে প্রকৃত শ্রদ্ধা।এই শিক্ষক দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বার্তায় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় উঠে এসেছে একই সত্য শিক্ষক কেবল পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান বিতরণ করেন না,তিনি ভবিষ্যৎ নির্মাণ করেন।প্রধানমন্ত্রীর বার্তায় শিক্ষকদের সমাজ গঠনের অন্যতম শক্তিশালী স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।জাতীয় শিক্ষক পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক আলাপচারিতার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি।এই স্বীকৃতি নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয়। কারণ একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার শক্তি শুধু তার বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো বা পরীক্ষার ফলাফলে মাপা যায় না,মাপা যায় তার শিক্ষকদের নিষ্ঠা, মেধা, মানবিকতা ও দায়িত্ববোধে।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বক্তব্যে শিক্ষকের দায়িত্বের আরও গভীর দিকটি সামনে এসেছে। একজন শিক্ষক শুধু নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি শেষ করবেন এমন ধারণা আজ আর যথেষ্ট নয়। শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, আত্মবিশ্বাস, যুক্তিবোধ এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা গড়ে তোলাও শিক্ষকের দায়িত্ব। একজন প্রকৃত শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সম্ভাবনাকে দেখতে পান।ব্যর্থতার মুহূর্তে পাশে দাঁড়ান, হতাশার সময়ে সাহস দেন এবং প্রশ্ন করতে শেখান।এই জায়গাটিই আজকের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ।পরীক্ষার নম্বর, প্রতিযোগিতা এবং সাফল্যের দৌড়ে আমরা অনেক সময় ভুলে যাই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য একজন ভালো নম্বর পাওয়া মানুষ তৈরি করা নয়, একজন ভালো মানুষ তৈরি করা।যে মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করবে,যুক্তি দিয়ে ভাববে,অন্যকে সম্মান করবে এবং নিজের সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল থাকবে।'আচার্যদেব ভব';এই প্রাচীন শিক্ষাদর্শের মধ্যেও তাই রয়েছে গভীর মানবিকতার শিক্ষা। শিক্ষার্থীর প্রতি ভালোবাসা, ন্যায়সঙ্গত আচরণ, ধৈর্য এবং সহমর্মিতা একজন শিক্ষকের মৌলিক গুণ। রাষ্ট্রপতির নিজের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার স্মৃতিও সেই সত্যকে আরও স্পষ্ট করে। ওড়িশার রাইরংপুরে শিক্ষকতা করার সময় পড়াশোনার

পাশাপাশি শিশুদের গান, খেলাধুলা ও নাটকের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন তিনি। অর্থাৎ শিক্ষা শুধু বইয়ের পাতায় বন্দি নয়, শিক্ষা জীবনের সঙ্গে যুক্ত, আনন্দের সঙ্গে যুক্ত, সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে যুক্ত।

শিক্ষক দিবস ও জীবন গড়ার নেপথ্য কারিগর

এম ওয়াহেদুর রহমান

আলোর মশাল হাতে তুমি,দাঁড়িয়ে আছো দ্বারে,তোমার আলোয় ঘুঁচবে অন্ধকার -- বর্তমান সময়ে শিক্ষক দিবস শুধু একটি আনুষ্ঠানিক উদযাপন নয়,বরং ডিজিটাল তথা পরিবর্তনশীল যুগে শিক্ষকতার চ্যালেঞ্জ ও গুরুত্বকে নতুন করে মূল্যায়ন করার দিন। আজকের ডিজিটাল যুগে শিক্ষার্থীর হাতে বইয়ের পাশাপাশি রয়েছে স্মার্টফোন।কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অনলাইন শিক্ষা এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি শিক্ষার জগতে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। তবে মনের গহীনে প্রশ্ন জাগে - শিক্ষকের প্রয়োজন কি আর দরকার নেই ! যুগপ্রবাহে তথ্য সহজলভ্য হলেও তথ্য নির্বাচন করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হলেও সেই জ্ঞানকে মানবিক ও সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য।কেননা বর্তমানে শিক্ষক শুধু তথ্যের উৎস নন, তিনি একজন পরামর্শদাতা, পথপ্রদর্শক এবং মূল্যবোধের কারিগর। কিন্তু বর্তমান সময়ে সামাজিক বাস্তবতায় শিক্ষকদের প্রতি অবমাননা, হেনস্থা বা নিগ্রহের ঘটনা উদ্বেগজনক।শিক্ষকতা নিছক একটি পেশা নয় বরং এটি একটি মহান দায়িত্ব।

আলোর মশাল হাতে তুমি,দাঁড়িয়ে আছো দ্বারে, তোমার আলোয় ঘুঁচবে অন্ধকার -- বর্তমান সময়ে শিক্ষক দিবস শুধু একটি আনুষ্ঠানিক উদযাপন নয়,বরং ডিজিটাল তথা পরিবর্তনশীল যুগে শিক্ষকতার চ্যালেঞ্জ ও গুরুত্বকে নতুন করে মূল্যায়ন করার দিন। আজকের ডিজিটাল যুগে শিক্ষার্থীর হাতে বইয়ের পাশাপাশি রয়েছে স্মার্টফোন।কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অনলাইন শিক্ষা এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি শিক্ষার জগতে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। তবে মনের গহীনে প্রশ্ন জাগে - শিক্ষকের প্রয়োজন কি আর দরকার নেই ! যুগপ্রবাহে তথ্য সহজলভ্য হলেও তথ্য নির্বাচন করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হলেও সেই জ্ঞানকে মানবিক ও সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য।কেননা বর্তমানে শিক্ষক শুধু তথ্যের উৎস নন, তিনি একজন পরামর্শদাতা, পথপ্রদর্শক এবং মূল্যবোধের কারিগর। কিন্তু বর্তমান সময়ে সামাজিক বাস্তবতায় শিক্ষকদের প্রতি অবমাননা, হেনস্থা বা নিগ্রহের ঘটনা উদ্বেগজনক।শিক্ষকতা নিছক একটি পেশা নয় বরং এটি একটি মহান দায়িত্ব।

শিক্ষার্থীর হাতে বইয়ের পাশাপাশি রয়েছে স্মার্টফোন।কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অনলাইন শিক্ষা এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি শিক্ষার জগতে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। তবে মনের গহীনে প্রশ্ন জাগে - শিক্ষকের প্রয়োজন কি আর দরকার নেই ! যুগপ্রবাহে তথ্য সহজলভ্য হলেও তথ্য নির্বাচন করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হলেও সেই জ্ঞানকে মানবিক ও সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য।কেননা বর্তমানে শিক্ষক শুধু তথ্যের উৎস নন, তিনি একজন পরামর্শদাতা, পথপ্রদর্শক এবং মূল্যবোধের কারিগর। কিন্তু বর্তমান সময়ে সামাজিক বাস্তবতায় শিক্ষকদের প্রতি অবমাননা, হেনস্থা বা নিগ্রহের ঘটনা উদ্বেগজনক।শিক্ষকতা নিছক একটি পেশা নয় বরং এটি একটি মহান দায়িত্ব। শিক্ষকেরাই হলেন সমাজের এক নীরব নির্মাতা বা কারিগর। ' শিক্ষক ' শব্দটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জ্ঞান, আর্দশ, শৃঙ্খলা, মানবিকতা ও আলোর এক অনন্য সম্পর্ক। একজন শিক্ষকের কাজ কেবলমাত্র শ্রেনিকক্ষে পাঠদান করা নয়, তিনি শিক্ষার্থীর মধ্যে সত্য, ন্যায়, শৃঙ্খলা, সহমর্মিতা, দেশপ্রেম ও মানবিকতার বীজ বপন করেন। শিক্ষক হলেন সেই মানুষ যিনি নিজে জ্ঞানের ধারণ করে অন্যের জীবনকে আলোকিত করেন। চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, প্রশাসক, শিল্পী কিংবা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল মানুষের পেছনে কোন না কোন শিক্ষকের অবদান অনস্বীকার্য।শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কেবল শ্রেনিকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই সম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালোবাসা। একজন আদর্শ শিক্ষক যেমন শিক্ষার্থীর প্রতি স্নেহশীল, তেমনি প্রয়োজনে কঠোর ও হন। কেননা শিক্ষকের কঠোরতার পেছনেও থাকে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতকে সুন্দর করার উদ্দেশ্য। পুনরায় শিক্ষার্থীরও উচিত শিক্ষকের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা, তাঁর পরামর্শ গ্রহন করা। শিক্ষকে সম্মান করা মানে কেবল একজন ব্যক্তিকে সম্মান করা নয়,বরং জ্ঞান, শিক্ষা ও মানবিকতাকে সম্মান করা।ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, বিশিষ্ট দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ ড.সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন-এর জন্মদিন অর্থাৎ ৫ সেপ্টেম্বর ভারতের সর্বত্রই মহাসমারোহে শিক্ষক দিবস হিসাবে পালিত হয়। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ১৮৮৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহন করেন। কিন্তু ১৯৯৪ সাল থেকে ইউনেস্কোর উদ্যোগে ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস হিসাবে পালিত হয়।রাধাকৃষ্ণন বিশ্বাস করতেন, 'একটি উন্নত জাতি গড়ে তুলতে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই এবং শিক্ষকের ভূমিকা সেখানে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।' ৫ সেপ্টেম্বর আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় - একজন শিক্ষক কেবলমাত্র ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষা দেন না বরং তিনি ভবিষ্যৎ সমাজ ও দেশকে গড়ে তোলেন। শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা প্রকাশ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। শিক্ষকের হাতে কেবলমাত্র চক নয়, থাকে একটি প্রজন্মের ভবিষ্যৎ। শিক্ষকে সম্মান করার সর্বোত্তম পন্থা হলো তাঁর দেওয়া শিক্ষাকে জীবনে কাজে লাগিয়ে একজন সৎ, মানবিক ও দায়িত্বশীল হয়ে উঠা। একজন শিশুর জীবনকে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাবিত করেন একজন শিক্ষক। তিনি শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দানের সাথে সাথে শিক্ষার্থী কে তার জীবনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সহায়তা করেন।

একজন শিশুর হাতে যখন প্রথম খড়ি উঠে, তখন সে জানে না অক্ষর গুলো একদিন তার পৃথিবী বদলে দেবে। সে জানে না ' অ, আ ' কিংবা ' এ, বি, সি 'এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে তার ভবিষ্যতের অসংখ্য দরজা। সেই দরজা গুলো খুলে দেওয়ার মানুষটি হলেন শিক্ষক।

একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার শিক্ষাব্যবস্থার উপর, আর শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণ হলেন শিক্ষক । তাই শিক্ষকদের সামাজিক মর্যদা, সম্মান ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষক কোন নির্দিষ্ট দিনের নন , বরং তিনি আমাদের প্রতিটা সাফল্যের নেপথ্যে থাকা নীরব শক্তি।

সময় বদলাবে, প্রযুক্তি বদলাবে , শিক্ষার পদ্ধতি বদলাবে কিন্তু একজন আদর্শ শিক্ষকের প্রয়োজন কখনোই শেষ হবেনা।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 05-09-2026 22:29 Page 5

৮৯ শিশুমৃত্যুর জের,মালদা মেডিক্যালে সরানো হল সুপার ও শিশু বিভাগের প্রধান কে

নয়া জামানা,মালদহ ঃ ৮৯ নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনার জেরে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বড়সড় প্রশাসনিক রদবদল।সরিয়ে দেওয়া হল হাসপাতালের এমএসভিপি প্রসেনজিৎ কুমার বর এবং শিশু বিভাগের এইচওডি সুষমা সাওকে। তাঁদের পরিবর্তে হাসপাতালের নতুন সুপার হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন ইএনটি বিভাগের এইচওডি গণেশচন্দ্র গাইন।শিশু বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিশ্বনাথ বসুকে। প্রসঙ্গত,গত আগস্ট মাসে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৮৯ জন নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। সম্প্রতি তদন্তকারী দলের সদস্যরা হাসপাতালে এসে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন।হাসপাতালের পরিকাঠামো, চিকিৎসা পরিষেবা এবং নবজাতকদের মৃত্যুর কারণ-সহ একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখে তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট স্বাস্থ্য দফতরে জমা দেয়।রিপোর্ট জমা পড়ার মাত্র সাত দিনের মধ্যেই স্বাস্থ্য ভবনের এই প্রশাসনিক পদক্ষেপ ঘিরে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। শিশুমৃত্যুর ঘটনার পর এই রদবদলকে স্বাস্থ্য দফতরের কড়া বার্তা বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

স্নানে নেমে গভীর জলে 'তলিয়ে' গেলেন সেরিনা, কালিয়াচকে পুকুরঘাটে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা,মালদহ ঃ স্নানের জন্য পুকুরে নেমেছিলেন।কিন্তু সেই পুকুরই যেন মুহূর্তে হয়ে উঠল নিখোঁজের রহস্য! শনিবার দুপুরে মালদহের কালিয়াচকের বালিয়াডাঙ্গা আসির হাজীপাড়া এলাকায় পুকুরে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হলেন ২০ বছরের যুবতী সেরিনা খাতুন।ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ছড়িয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য।পরিবার সূত্রে জানা যায়,প্রতিদিনের মতো এদিনও বাড়ির পাশের পুকুরে স্নান করতে যান সেরিনা।বেলা দেড়টা নাগাদ পুকুরে নামার পর দীর্ঘক্ষণ কেটে গেলেও বাড়ি ফেরেননি তিনি।উদ্বিগ্ন পরিবারের সদস্যরা খোঁজ শুরু করে পুকুরের পাড়ে তাঁর জামাকাপড় পড়ে থাকতে দেখেন। এরপরই আশঙ্কা আরও বাড়ে।বর্ষার জলে পুকুর বর্তমানে পরিপূর্ণ।গভীর জলে তলিয়ে গিয়েই সেরিনা নিখোঁজ হয়ে থাকতে পারেন বলে প্রাথমিক অনুমান।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালিয়াচক থানার পুলিশ।স্থানীয় বাসিন্দা ও জেলেদের জাল দিয়ে শুরু হয় তল্লাশি। খবর দেওয়া হয়েছে সিভিল ডিফেন্স রেসকিউ টিমকেও। নিখোঁজ যুবতীর সন্ধান মেলেনি। উদ্ধার অভিযান চলছে।

বালির 'কালো কারবারে' কড়া ধাক্কা! এক মাসে পুলিশের জালে ১১ গাড়ি

রঞ্জন সাহা,নয়া জামানা,ময়নাগুড়ি ঃ নদী থেকে বেআইনিভাবে বালি তোলা এবং সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বালি পরিবহণের বিরুদ্ধে ময়নাগুড়িতে কড়া পদক্ষেপ শুরু করেছে পুলিশ। গত এক মাসে অভিযান চালিয়ে বালি বোঝাই প্রায় ১১টি গাড়ি আটক করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

এর মধ্যে ১০টি গাড়ির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।সম্প্রতি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দোমহানি এলাকার লালপুরে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযোগ, জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পাহাড়পুর জমিদারপাড়ার বাসিন্দা দীপক কুমার বর্মন সেখানে বেআইনিভাবে বালি তুলছিলেন।খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ তাঁকে আটক করে।একইসঙ্গে বালি বোঝাই গাড়িটিও আটক করা হয়।পুলিশের দাবি,গাড়িতে থাকা বালির বৈধ নথিপত্র দেখাতে পারেননি অভিযুক্ত। এরপর তাঁকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়। পুলিশের এই ধারাবাহিক অভিযানে বেআইনি বালি ব্যবসায়ীদের মধ্যে যথেষ্ট চাপ তৈরি হয়েছে।ময়নাগুড়ি থানার পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, বেআইনি বালি উত্তোলন ও পরিবহণের বিরুদ্ধে আগামী দিনেও অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ক্ষত সারাতে ছুটছে রেল, স্বাভাবিকের অপেক্ষায় ট্রেনযাত্রা

নয়া জামানা,মালদা ঃ ফরাক্কা ও তিলডাঙার মাঝের রেলপথে ধসের জেরে বিপর্যস্ত ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক করতে জোরকদমে চলছে মেরামতির কাজ।শনিবারও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রেললাইন মেরামতিতে ব্যস্ত দেখা যায় রেল প্রশাসনের আধিকারিক ও কর্মীদের।দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করাই এখন রেলের মূল লক্ষ্য।গত বৃহস্পতিবার সকালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে ফরাক্কা ও তিলডাঙার মধ্যবর্তী রেলপথে বড়সড় ধস নামে।এর পর থেকেই ব্যাহত হয় গুরুত্বপূর্ণ এই রেলপথে ট্রেন চলাচল।বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।পাশাপাশি বেশ কিছু ট্রেনকে ঘুরপথে চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় রেল কর্তৃপক্ষ।হঠাৎ পরিষেবা বিপর্যয়ে চরম দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা।বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যাতায়াতকারী বহু মানুষকে পড়তে হয় অনিশ্চয়তার মধ্যে।

তবে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করতে লাগাতার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে রেল।শুক্রবারের পর শনিবারও ক্ষতিগ্রস্ত রেলপথে মেরামতির ব্যস্ততা ছিল চোখে পড়ার মতো।

ময়নাগুড়িতে হোটেল-মিষ্টির দোকানে যৌথ অভিযান

নয়া জামানা,ময়নাগুড়ি ঃ জাতীয় সড়কের ধারে পথচলতি মানুষের ভরসার খাবারের দোকানেই এবার নজর প্রশাসনের।খাবারের গুণমান নিয়ে একাধিক অভিযোগের প্রেক্ষিতে ময়নাগুড়িতে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন বিভিন্ন হোটেল ও মিষ্টির দোকানে যৌথ অভিযান চালাল ফুড সেফটি দপ্তর ও ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। শনিবারের এই অভিযানে আচমকা হানা পড়তেই ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য।অভিযানে দোকানগুলিতে খাবার তৈরির পরিবেশ, রান্নার সরঞ্জাম, ব্যবহৃত তেল, খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণের পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়। পরিদর্শনের সময় কয়েকটি দোকানে ব্যবহৃত নোংরা তেল ও অপরিচ্ছন্ন রান্নার সরঞ্জাম নজরে আসে আধিকারিকদের। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি খাবার তৈরির ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়।প্রশাসনের স্পষ্ট বার্তা,মানুষের পাতে খাবার তুলে দেওয়ার আগে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই হবে। খাদ্য তৈরির পরিবেশ থেকে শুরু করে ব্যবহৃত উপকরণ;কোনও ক্ষেত্রেই অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না।এদিনের অভিযানে ছিলেন ফুড সেফটি অফিসার, ময়নাগুড়ির সহকারী বিডিও, ময়নাগুড়ি থানার আইসি-সহ পুলিশ ও প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা।ফুড সেফটি দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, শুধু এদিনের অভিযানেই থেমে থাকছে না প্রশাসন। আগামী দিনেও ময়নাগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় হোটেল, মিষ্টির দোকান ও খাদ্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে লাগাতার অভিযান চালানো হবে। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাবারের মান নিয়ে কোনওরকম আপস করা হবে না বলেই জানিয়েছে প্রশাসন।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 05-09-2026 22:29 Page 6

বাসী খাবার থেকে কৃত্রিম রং হোটেল রেস্তোরাঁয় খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের তল্লাশি

মোহম্মদ আলম,নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ খাবারের গুণমান নিয়ে কোনওরকম আপস নয়। সাধারণ মানুষের পাতে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পৌঁছচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখতে ইসলামপুর শহরের একাধিক হোটেল, রেস্তোরাঁ ও খাবারের দোকানে অভিযান চালাল মহকুমা প্রশাসন ও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর।রাজ্য সরকারের নির্দেশে শনিবারের এই অভিযানে একাধিক প্রতিষ্ঠানে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন আধিকারিকরা।অভিযানে মূল নজর ছিল খাবারের মান, সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতার দিকে

।বিশেষ করে বাসী খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে কি না খাবারে নিষিদ্ধ বা অতিরিক্ত কৃত্রিম রং ব্যবহার করা হচ্ছে কি না এবং খাদ্যসামগ্রী যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখা হয়।পাশাপাশি রান্নার জায়গার পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে কি না সেদিকেও নজর রাখেন আধিকারিকরা।ইসলামপুর খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক পপি রায় জানান,রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে নিয়মিতভাবেই বিভিন্ন খাদ্য প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালানো হচ্ছে। এদিনও একাধিক হোটেল ও খাবারের দোকানে খাবারের মান পরীক্ষা করা হয়। কোনও প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তীতে ফের পরিদর্শন করে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে।প্রশাসনের এই উদ্যোগে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন শহরবাসী। তাঁদের দাবি,

শুধু উৎসব বা বিশেষ সময়েই নয়, সারা বছর নিয়মিত নজরদারি চললে খাদ্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে এবং সাধারণ মানুষও নিরাপদ খাবার পাবেন।

নেশার বিরুদ্ধে পথে নামল মোথাবাড়ি, বাল্যবিবাহ রুখতে বার্তা পুলিশের

নয়া জামানা,মোথাবাড়ি ঃ মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার পাশাপাশি বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বাড়াতে পথে নামল পুলিশ ও বিএসএফ।শনিবার মালদা জেলা পুলিশ এবং মোথাবাড়ি থানার উদ্যোগে আয়োজিত সচেতনতা র‍্যালিতে উঠে এল নেশামুক্ত সমাজ গড়ার জোরালো বার্তা।র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন মোথাবাড়ি থানার লেডি সাব-ইন্সপেক্টর মেনকা খাতুন এবং মহদিপুর ১১৯ নম্বর ব্যাটেলিয়নের এএইচটিইউ (মানব পাচার বিরোধী ইউনিট)-এর মহিলা বিএসএফ জওয়ান রানি অনামিকা লাকরা ও প্রিয়াঙ্কা দাস।হাতে সচেতনতামূলক বার্তা নিয়ে তাঁরা সাধারণ মানুষকে মাদক থেকে দূরে থাকার পাশাপাশি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।মাদককে না বলুন, নেশামুক্ত ভারত গড়তে চাই;এই স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে মোথাবাড়ির পথঘাট। পুলিশের এই উদ্যোগকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও উৎসাহ দেখা যায়।

দক্ষিণ শিবকাটায় চুরি যাওয়া লক্ষাধিক টাকার অলঙ্কার উদ্ধার,শামুকতলা পুলিশের জালে ২

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ অভিযোগ দায়ের হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চুরির ঘটনার কিনারা করল শামুকতলা থানার পুলিশ। উদ্ধার হলো প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের চুরি যাওয়া সোনা ও রুপোর অলঙ্কার। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার শামুকতলা থানার অধীনস্থ দক্ষিণ শিবকাটা এলাকার একটি বাড়ি থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার সোনা ও রুপোর গয়না চুরি যায় বলে থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে। অভিযোগের গুরুত্ব বুঝে তদন্তে নামে পুলিশ।তদন্ত চলাকালীন গোপন সূত্রে পাওয়া সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালায় শামুকতলা থানার পুলিশ বাহিনী। অভিযানে সন্দেহভাজন দু'জনকে আটক করা হয়। পুলিশি জেরার মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত অপরাধের কথা স্বীকার করে তারা। এরপর ধৃতদের হেফাজত থেকে সমস্ত চুরি যাওয়া সোনা ও রুপোর গয়না উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।উভয় অভিযুক্তকেই আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পরবর্তী আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে পুলিশ। চুরির ঘটনার দ্রুত কিনারা হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন এলাকার বাসিন্দারা।

নন্দ উৎসবেই রণক্ষেত্র কান্দরা ! সংঘর্ষে আহত ২০, ঘটনাস্থলে পুলিশ

নয়া জামানা,সালার ঃ নন্দ উৎসবের আনন্দের মধ্যেই আচমকা ছন্দপতন। উৎসব চলাকালীন দুই দলের বচসাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নিল মুর্শিদাবাদের সালার থানার কান্দরা গ্রামের ঘোষপাড়া এলাকা। দু'পক্ষের সংঘর্ষে আহত হয়েছেন প্রায় ১৮ থেকে ২০ জন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ছড়িয়েছে ব্যাপক উত্তেজনা।জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় ঘোষপাড়া এলাকায় নন্দ উৎসব চলছিল। উৎসবের আবহে একই জায়গায় এসে পৌঁছায় দুই দল।

কোনও একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রথমে শুরু হয় বচসা। মুহূর্তের মধ্যেই সেই বচসা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এরপরই দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি এবং সংঘর্ষ। আচমকা পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে পড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে উৎসবস্থলে।স্থানীয়দের দাবি,সংঘর্ষে দু'পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হন। আহতের সংখ্যা প্রায় ১৮ থেকে ২০ জন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সালার থানার পুলিশ।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পৌঁছান সালার থানার ওসি এবং ভরতপুরের এসডিপিও।পুলিশের তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে সালার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা আশংকাজনক থাকায় কান্দি মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।নন্দ উৎসবের সন্ধ্যায় এই সংঘর্ষের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে ঠিক কী নিয়ে শুরু হয়েছিল বচসা? কীভাবে মুহূর্তের মধ্যে তা সংঘর্ষে পরিণত হল?

ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে সালার থানার পুলিশ। নতুন করে যাতে কোনও উত্তেজনা না ছড়ায় সেজন্য এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

পুলিশের জালে পলাতক বাংলাদেশি,মিয়াপুরে গ্রেপ্তার

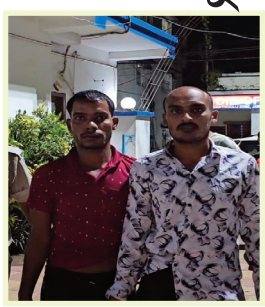

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে হাসপাতাল চত্বর থেকে পালিয়ে যাওয়া আরও এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করল রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। শনিবার সকালে মিয়াপুর এলাকা থেকে রুবেল শেখ নামে ওই পলাতককে পাকড়াও করা হয়। ঘটনাকে ঘিরে রঘুনাথগঞ্জে ফের চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুই বাংলাদেশি নাগরিককে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য থানার পক্ষ থেকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছনোর পর পুলিশের নজর এড়িয়ে গাড়ি থেকে নেমে দু'জন পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি জানাজানি হতেই শুরু হয় জোরদার তল্লাশি।পুলিশের তৎপরতায় শুক্রবারই এক পলাতককে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়। তবে অন্যজন পুলিশের নজর এড়িয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরপর রাতভর সম্ভাব্য পালানোর পথ, আশপাশের এলাকা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নজরদারি বাড়ানো হয়।অবশেষে শনিবার সকালে মিয়াপুর এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে রুবেল শেখকে গ্রেপ্তার করে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। পরে তাকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়।দুই বাংলাদেশি কীভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল, তাদের সঙ্গে কোনও চক্র বা অন্য কেউ জড়িত কি না এবং পালানোর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না;সব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি মেডিকেল পরীক্ষায় নিয়ে যাওয়ার সময় নিরাপত্তার কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগে 'অনিয়ম'! সরব ছাতনার বিধায়ক

নয়া জামানা,ছাতনাঃ বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ ঘিরে উঠল 'অবৈধ নিয়োগ'-এর অভিযোগ। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবার সরব হলেন ছাতনা বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখার্জি। তাঁর অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রাজনৈতিক চাপানউতোর তৈরি হয়েছে।জানা গিয়েছে, গত ১ সেপ্টেম্বর আচমকাই এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে। সেই নিয়োগের প্রক্রিয়া এবং সুপারিশ নিয়ে প্রশ্ন তুলে বৃহস্পতিবার বিজেপির মণ্ডল সভাপতি, স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে হাজির হন বিধায়ক।এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলায় কোনওরকম স্লোগান বা বিক্ষোভের পথে হাঁটেননি বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। শান্তিপূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থান করেন তাঁরা। পরে বিধায়ক-সহ কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে প্রবেশ করেন।

কিন্তু সেখানে কলেজ কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় ঘটনাস্থল থেকেই উপাচার্যকে ফোন করেন বিধায়ক।ফোনে তিনি জানতে চান, ঠিক কার সুপারিশে ওই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং নিয়োগের প্রক্রিয়াই বা কী ছিল।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সত্যনারায়ণ মুখার্জি বলেন,আগে যা হয়েছে, হয়েছে।এই সরকারের আমলে এসব চলবে না।একইসঙ্গে আগের সরকারের আমলে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

বিধায়কের দাবি,সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও নিয়ম মেনে চলাই হওয়া উচিত।

কোনও ধরনের অনিয়মের অভিযোগ উঠলে তার নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন বলেও দাবি করেন তিনি। যদিও এই নিয়োগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 05-09-2026 22:29 Page 7

চকলেটের ইন্ডিয়া গেট উপহার মোদিকে পথেই নষ্ট হল বেলজিয়ামের স্মারক

নয়া জামানা,নয়াদিল্লি ঃ বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী বার্ট ডে ওয়েভার সম্প্রতি ভারত সফরে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।হায়দরাবাদ হাউসে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, মোদির জন্য বিশেষ এক উপহার নিয়ে এসেছিলেন দিল্লির বিখ্যাত স্মারক ইন্ডিয়া গেট-এর একটি প্রতিরূপ, যা তৈরি হয়েছিল খাঁটি বেলজিয়ান চকলেট দিয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দীর্ঘ যাত্রাপথে সেই চকলেট-ভাস্কর্যটি নষ্ট হয়ে যায়।মজার ছলে ডে ওয়েভার বলেন, প্রকৃত ইন্ডিয়া গেট প্রায় একশো বছর ধরে অটুট দাঁড়িয়ে থাকলেও তার চকলেট সংস্করণ ভারতে পৌঁছানোর আগেই টিকে থাকতে পারেনি। তিনি রসিকতা করে আরও বলেন, চকলেট কূটনীতির জন্য চমৎকার হলেও দীর্ঘ কূটনৈতিক ভ্রমণের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। তবে হতাশ না হয়ে তিনি আশ্বাস দেন, বেলজিয়ামে একটি বিকল্প সংস্করণ সংরক্ষিত আছে এবং যেকোনো উপায়ে তিনি সেটি অক্ষত অবস্থায় মোদির কাছে পৌঁছে দেবেন। তিনি জানান, ইন্ডিয়া গেটকে বেছে নেওয়া হয়েছিল সচেতনভাবেই, কারণ এটি ভারত-বেলজিয়াম সম্পর্কের ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ অংশীদারিত্বের প্রতীক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্ল্যান্ডার্সের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারানো ভারতীয় সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই চকলেট-ভাস্কর্যে বিশেষ উৎসর্গলিপিও যুক্ত করা হয়েছিল।এই মজাদার ঘটনা শুনে হাসি চেপে রাখতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী মোদিও। পরে বেলজিয়াম দূতাবাস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চকলেট-ইন্ডিয়া গেটের ছবি প্রকাশ করে জানায়, উপহারটি ভেঙে গেলেও তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-আগামীতে এটি ঠিকই মোদি ও ভারতের কাছে পৌঁছাবে।

যন্তর মন্তরে পড়ুয়াদের উপর পুলিশি নির্যাতন উদ্বেগ প্রকাশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির

নয়া জামানা ঃ যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের উপর পুলিশি নির্যাতনের ঘটনাকে দুঃখ জনক ও উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া। শুক্রবার দিল্লিতে একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন তিনি।ভারত সরকারের প্রাক্তন আইনজীবী যশবর্ধন আজাদ লিখেছেন পুলিশিং অ্যান্ড রিপাবলিক নামে একটি বই। সেই বইয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিচারপতি ভুঁইয়া বলেন, তরুণ আইপিএস অফিসাররা যেভাবে পড়ুয়াদের নির্যাতন করেছিলেন, তা দেখে সকলে হতাশ হয়েছেন।

পুলিশের কাছ থেকে যে নিরপেক্ষতা প্রত্যাশিত, তা দেখা যাচ্ছে না বলেও তিনি জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম, মহারাষ্ট্র পুলিশের প্রাক্তন ডিজি দি শিবানন্দন-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।এই মন্তব্যের কয়েকদিন আগেই সংশ্লিষ্ট মামলায় নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে থাকা সমস্ত এফআইআর খারিজ করে দেন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ, এবং দেশের কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তাঁদের বিরুদ্ধে নতুন করে এফআইআর দায়েরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ন্যায়বিচারের দাবিতে সরল বিশ্বাসে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন পড়ুয়ারা, তাই তাঁদের আইনি জটিলতার মুখে ফেলতে চায়নি আদালত। এক্ষেত্রে সংবিধানের বিরলভাবে ব্যবহৃত ১৪২ ধারা প্রয়োগের কথাও উল্লেখ করেন বিচারপতিরা, যা সুবিচার নিশ্চিত করতে সুপ্রিম কোর্টকে যে কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা দেয়।নিট ইউজি প্রশ্নফাঁস-সহ শিক্ষা সংস্কারের দাবিতে গত ২০ জুলাই যন্তর মন্তর থেকে সংসদ অভিযানের ডাক দিয়েছিল পড়ুয়ারা। সেই মিছিলে পুলিশি বাড়াবাড়ির অভিযোগ ওঠে,

প্রতিবাদে সামিল হয় বিরোধী দলগুলিও। পরে মামলা গড়ায় আদালতে, এবং ঘটনার তদন্তে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে সুপ্রিম কোর্ট।

বিশ্ব মানচিত্র বদলের প্রস্তাব পাশ রাষ্ট্রসংঘে

বিরোধিতায় শুধু আমেরিকা

নয়া জামানা ঃ প্রায় পাঁচ শতক ধরে ব্যবহৃত বিশ্ব মানচিত্র এবার বদলে যাচ্ছে। শনিবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এবার থেকে ব্যবহার করা হবে ইকুয়াল আর্থ নামে নতুন এক মানচিত্র। এই মানচিত্রে আফ্রিকাকে দেখানো হবে অপেক্ষাকৃত বড় আকারে, আর তুলনায় ছোট দেখানো হবে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপকে।প্রস্তাবটি নিয়ে ভোটাভুটিতে অংশ নিয়েছিল ১৬৫টি দেশ। এর মধ্যে একমাত্র আমেরিকাই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়, বাকি সব দেশ ভোট দেয় সপক্ষে। ভোটদানে বিরত ছিল ৬টি দেশ। সব মিলিয়ে ১৬৪-১ ফলাফলে পাশ হয়ে যায় প্রস্তাবটি। প্রথাগত মার্কেটর মানচিত্র তৈরি হয়েছিল ১৫৬৯ সালে, জেরার্ডাস মার্কেটরের হাতে, মূলত নাবিকদের সমুদ্রপথে চলাচলের সুবিধার জন্য। কিন্তু গোলাকার পৃথিবীকে সমতল মানচিত্রে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে মহাদেশগুলির প্রকৃত আয়তনের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে বলে দাবি ওঠে।

রাজঘাটে তৈরি হবে মনমোহনের স্মৃতিসৌধ

মিলল আর্ট কাউন্সিলের ছাড়পত্র

নয়া জামানা ঃ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের স্মৃতিসৌধ তৈরি হতে চলেছে দিল্লির রাজঘাট এলাকায়। এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় গণপূর্ত দপ্তর বা সিপিডব্লিউডি। সম্প্রতি এই সংক্রান্ত সরকারি প্রস্তাবে সায় দিয়েছে দিল্লির আর্ট কাউন্সিল।২০২৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর প্রয়াত হন মনমোহন সিং। তিনি দু'বার ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং দীর্ঘ সময় অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। পেশাদার রাজনীতিক না হয়েও অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে পরিচিত মনমোহন দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন।দিল্লির আর্ট কাউন্সিল সিপিডব্লিউডিকে জানিয়েছে, স্মৃতিসৌধ নির্মাণে কয়েকটি বিশেষ দিক অবশ্যই মেনে চলতে হবে। রাজঘাট এলাকায় অবস্থিত অন্যান্য স্মৃতিসৌধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এটি নির্মাণ করতে হবে এবং এলাকার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কোনও নির্মাণশৈলী গ্রহণ করা যাবে না। পাশাপাশি বরাদ্দ জমির সব গাছ সংরক্ষণ করেই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। নির্মাণসামগ্রীও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে আর্ট কাউন্সিল।২০০৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত নরসিংহ রাও সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন মনমোহন সিং। তিনিই এখনও পর্যন্ত ভারতের একমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত প্রধানমন্ত্রী। শিখ ধর্মাবলম্বী মনমোহন প্রধানমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী হওয়ার আগে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন।অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান ভারতে মুক্ত অর্থনীতির সূচনা। ১৯৯১ সালের ২৪ জুলাই প্রথম বাজেট ভাষণে তিনি উদারীকরণ, বিলগ্নীকরণ ও বিশ্বায়নের ভিত্তিতে নতুন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পেশ করেন, যা অনেকের কাছে ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পরিচিত। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি তথ্য জানার অধিকার আইন, শিক্ষার অধিকার আইন ও খাদ্য সুরক্ষা আইনের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেন।

নেপালে ফের ধস

চৌলানি নদীর পথ আটকে হড়পা বানের আশঙ্কা

নয়া জামানা ঃ নেপালে ফের ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে, যার জেরে আংশিক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে চৌলানি নদীর গতিপথ। এই পরিস্থিতিতে ফের হড়পা বানের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে দেশটিতে। ইতিমধ্যে সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সাবধান থাকতে বলা হয়েছে। এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে নিরাপত্তাকর্মীদের এবং পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে স্থানীয় প্রশাসন।জানা গিয়েছে, নেপালের আপি হিমাল ভাট্টার এলাকায় নতুন করে ভূমিধস নেমেছে। তার জেরে বিপুল পরিমাণ ধ্বংসাবশেষ এসে পড়েছে নদীতে। মূলত পাথর ও কাদামাটিতে ভরাট হয়ে গিয়েছে নদীর একাংশ, ফলে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে গতিপথ। সেখানে ক্রমশ জল, পাথর ও মাটি জমছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, নদীর গতিপথ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, যার জেরে জমে থাকা বিপুল জলরাশি একসময় জলরোষ আকারে আছড়ে পড়তে পারে। এমন ঘটনা ঘটলে বড়সড় দুর্যোগের আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতির পরই নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়েছে এবং কাছাকাছি থাকা মানুষজনকে যে কোনও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।সুদূরপশ্চিম প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী খাগরাজ ভট্ট সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনকে প্রস্তুতি সেরে রাখার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে বন্যা ও দুর্যোগ মোকাবিলায় জরুরি নম্বর চালু করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, বর্তমানে চৌলানি নদীর জলস্তর স্বাভাবিক রয়েছে। তবে পরিস্থিতির উপর নজরদারি ও এলাকা সতর্ক রাখতে বালাঞ্চের নেপাল চামেলিয়া জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করেছে। উল্লেখ্য, চৌলানি নদী ক্যামেলিয়া নামেও পরিচিত, যা আপি হিমাল অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে মহাকালী নদীতে গিয়ে মিশেছে। নদীটি নেপাল-ভারত সীমান্তে অবস্থিত।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 05-09-2026 22:29 Page 8

বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ মুখ খুলে অভিমান রায়নার

নয়া জামানা ঃ ২০২০ সালের স্বাধীনতা দিবসের দিন হঠাৎ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা জানিয়েছিলেন সুরেশ রায়না। একই দিনে অবসর নেন মহেন্দ্র সিং ধোনিও, ফলে রায়নার অবসর নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি। তবে তারও প্রায় দুই বছর আগে, ২০১৮ সালে জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েছিলেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। কেন বাদ পড়েছিলেন, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে জল্পনা চলেছে। সম্প্রতি আকাশ চোপড়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন তিনি।রায়না জানান, প্রতিটি অধিনায়কের নিজস্ব পছন্দের দল থাকে, আর নতুন অধিনায়ক এলে দলে পরিবর্তন স্বাভাবিক। তিনি ও যুবরাজ সিং প্রথমে ইয়ো ইয়ো টেস্টে ব্যর্থ হলেও পরে তা উত্তীর্ণ হন এবং ঘরোয়া ক্রিকেটেও ভালো পারফরম্যান্স দেখান। সে সময় কোচ ছিলেন অনিল কুম্বলে। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেও কোনও স্পষ্ট সমাধান পাননি রায়না। তিনি জানান, ২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টি-টোয়েন্টি সিরিজে সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন এবং কুম্বলের কাছ থেকে মানসিকতা নিয়ে পরামর্শও পেয়েছিলেন। কিন্তু ২০১৯ বিশ্বকাপের দল গঠনের সময় অধিনায়ক নিজের পছন্দ অনুযায়ী দল বেছে নেন, যেখানে রায়না ও যুবরাজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হয়নি বলে মনে করেন তিনি।রায়নার মতে, নির্বাচকদের আরও স্পষ্টভাবে কারণ জানানো উচিত ছিল। তিনি বলেন, নিজের পক্ষ থেকে যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছেন, তবু বাদ দেওয়ার জন্য যেন অজুহাত খোঁজা হচ্ছিল।

সিএবি নির্বাচনে ক্যাভিয়েট!

আদালতের স্থগিতাদেশ ঠেকাতে

ক্লাবগুলিকে সতর্কবার্তা

নয়া জামানা ঃ সিএবি নির্বাচনের আর মাত্র কুড়ি দিন বাকি থাকতেই এক নজিরবিহীন ঘটনা ঘটে গেল বঙ্গ ক্রিকেট সংস্থায়। যে কোনও সম্ভাব্য মামলা বা আদালতের স্থগিতাদেশ ঠেকাতে সিএবি আদালতে আগাম ক্যাভিয়েট দাখিল করেছে, এবং সেই সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়েছে সংস্থার অনুমোদিত প্রতিটি ক্লাবে। চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সিএবিকে আগাম নোটিশ না দিয়ে কোনও ক্লাব সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে না, এমনকি কোনও বিষয়ে স্থগিতাদেশের আবেদনও করা যাবে না।বঙ্গ ক্রিকেটে আগে বহুবার নির্বাচন হলেও, শাসক-গোষ্ঠী কখনও নির্বাচনের আগে এভাবে ক্যাভিয়েট-এর আশ্রয় নেয়নি বলে ময়দানের অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বর্তমান শাসক-গোষ্ঠীর এই পদক্ষেপ নিয়ে ক্রিকেটমহলে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বহু ক্লাব কর্তা প্রশ্ন তুলেছেন, সংস্থার প্রতি বিশ্বাস কি এতটাই কমে গিয়েছে যে আদালতের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। কারও কারও মতে, এটি ক্লাবগুলির স্বাধীনতা খর্ব করার প্রচেষ্টা।সিএবির একাংশের ব্যাখ্যা, বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে লোধা কমিটির নিয়ম মেনে চলার দাবি ক্রমাগত উঠছে, আর তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই পদক্ষেপ।শাসক-গোষ্ঠীর আশঙ্কা, কোনও ক্লাব এই ইস্যুতে আদালতে গিয়ে নির্বাচন স্থগিতের আবেদন করতে পারে। কেউ কেউ মনে করছেন, নির্দিষ্ট কিছু ক্লাবকে বেছে চিঠি পাঠালে প্রকৃত উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যেত বলেই সব ক্লাবকেই চিঠি পাঠানো হয়েছে।

অক্টোবরে শুরু হচ্ছে আইএসএল

ফিরছে পুরনো ফরম্যাট

নয়া জামানা ঃ মূলত সেপ্টেম্বরে শুরুর কথা থাকলেও বিভিন্ন কারণে এক মাস পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। ফিফার আন্তর্জাতিক উইন্ডো শেষ হওয়ার পরই নতুন মরশুম শুরুর জল্পনা ছিল, আর শনিবার আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় তাতে সিলমোহর পড়ল। আগামী ১০ অক্টোবর থেকে শুরু হবে আইএসএলের ত্রয়োদশ সংস্করণ, যা প্রথমবার আয়োজিত হবে অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলির যৌথ তত্ত্বাবধানে। ২০২৬-২৭ মরশুম চলবে আগামী বছরের মে মাস পর্যন্ত ।গত মরশুমে ফুটবল ফেডারেশন সিঙ্গল লেগ ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত লিগ আয়োজন করেছিল, যেখানে শেষ দিন পর্যন্ত পাঁচটি দল শিরোপার দৌড়ে ছিল। সমান পয়েন্ট পেলেও গোলপার্থক্যে মোহনবাগানকে টপকে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। এবার পুরনো ফরম্যাটেই ফিরছে টুর্নামেন্ট-গ্রুপ পর্বে শীর্ষে থাকা দল পাবে লিগ শিল্ড, আর প্লে-অফ শেষে ফাইনালজয়ী দল পাবে আইএসএল কাপ। শিল্ডজয়ী দলই হবে আনুষ্ঠানিক চ্যাম্পিয়ন এবং মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে।এফএসডিএলের পর নতুন কোনও সংস্থা মাস্টার রাইটস চুক্তিতে রাজি না হওয়ায় এবার ফেডারেশন ও ক্লাবগুলি যৌথভাবে লিগ পরিচালনা করছে, যা এই লিগের ইতিহাসে প্রথম। ফলে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্তে ক্লাবগুলির ভূমিকা বাড়বে। আসন্ন মরশুমে মোট ১৬৩টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।আইএফএল জয়ী ডায়মন্ড হারবার এফসি অংশগ্রহণ ফি জমা দিতে না পারায় ছিটকে গেছে, ফলে ১৩ দলের লিগ হবে অবনমনহীন। জামশেদপুর এফসি সরে দাঁড়ানোয় তাদের লাইসেন্সে খেলবে চার্চিল ব্রাদার্স।অংশগ্রহণকারী দল-বেঙ্গালুরু, চেন্নাইয়িন, চার্চিল ব্রাদার্স, ইস্টবেঙ্গল, এফসি গোয়া, ইস্টার কাশী, কেরালা ব্লাস্টার্স, মোহনবাগান, মুম্বই সিটি, নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড, ওড়িশা, পঞ্জাব ও স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি।

ভারত সফরের দল ঘোষণা উরুগুয়ের

স্কোয়াডে ভালভার্দে-নুনেজরা

নয়া জামানা ঃ আগামী কয়েক সপ্তাহ ভারতীয় ফুটবলের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। একদিকে শুরু হতে যাচ্ছে আইএসএল ২০২৬-২৭ মরসুম, অন্যদিকে ফিফা প্রীতি ম্যাচে ভারতের মাটিতে খেলতে আসছে ব্রাজিল, উরুগুয়ে ও পানামা। এই তিন বিশ্বকাপ-খেলা দলের বিরুদ্ধে লড়াই ভারতীয় ফুটবলের অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।এরই মধ্যে দুটি বড় খবর সামনে এসেছে। প্রথমত, উরুগুয়ে দল তাদের আসন্ন ম্যাচগুলির জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। ভারতের বিরুদ্ধে উরুগুয়ের ম্যাচ ৬ অক্টোবর। এ ছাড়া একই আন্তর্জাতিক উইন্ডোয় জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধেও খেলবে তারা। এই তিন ম্যাচের জন্য কোচ দিয়েগো ফোরলান ঘোষণা করেছেন ৪৬ সদস্যের বিশাল দল। ২০১০ বিশ্বকাপের সেরা ফুটবলার ফোরলান নিজে একসময় মুম্বই সিটি এফসির হয়ে আইএসএলেও খেলেছেন, আর বিশ্বকাপের পরই দায়িত্ব নিয়ে প্রায় এক দশক পর তিনি ফিরছেন ভারতে। দলে আছেন রিয়াল মাদ্রিদের ফেডেরিকো ভালভার্দে, সৌদি ক্লাব দিরিয়াহর ডারউইন নুনেজ এবং লিভারপুলের রোনাল্ড আরায়ুহো। বেশিরভাগ ফুটবলারই সদ্যসমাপ্ত বিশ্বকাপে খেলেছেন।দ্বিতীয়টি হল ,পানামা ম্যাচের দিন বদল। বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে ২৬ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত ম্যাচের পরের দিনই একই মাঠে ম্যারাথন আয়োজিত হওয়ায় কর্ণাটক ফুটবল ফেডারেশন ম্যাচটি এগিয়ে এনে ২৫ সেপ্টেম্বর করেছে।৩ অক্টোবর ব্রাজিল ও ৬ অক্টোবর উরুগুয়ের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। এই তিন ম্যাচের জন্য আগেই ২৬ জনের দল ঘোষণা করেছে ভারত।

বাঁকা আঙুলে আউটের সিগন্যাল, ক্রিকেটের বাইরে বিলি বাওডেন

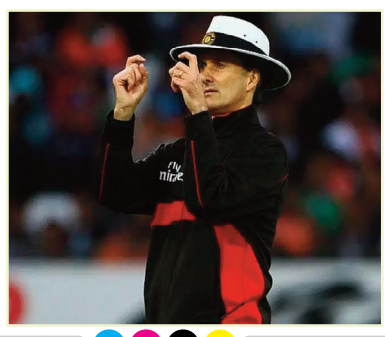

নয়া জামানা ঃ আজ থেকে ১০ বছর আগেও যাঁরা নিয়মিত ক্রিকেট দেখতেন, তাঁদের অনেকেরই স্মৃতিতে রয়ে গিয়েছেন এক আম্পায়ার, যিনি বিখ্যাত ছিলেন হাস্যাত্মক ক্রিকেটীয় অঙ্গভঙ্গির জন্য। আউট হোক বা ছয়, প্রতিটি সিগন্যালই নিজের মতো করে দিতেন তিনি। ফলে ক্রিকেট দুনিয়ায় তৈরি হয়েছিল তাঁর বিশেষ পরিচিতি। তিনি আম্পায়ার বিলি বাওডেন, যিনি আন্তর্জাতিক ও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বহুদিন।নিউজিল্যান্ডের তাওরাঙ্গায় ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের প্রতি ভালবাসা জন্মায় বিলির। ১৩ বছর বয়সে বাবার বদলির চাকরির কারণে অকল্যান্ডে চলে যান। ১৯৮৪ সালে ল্যাঙ্কাশায়ার লিগ খেলার পর দেশে ফিরে অকল্যান্ড বি ও অকল্যান্ড এ দলের হয়ে খেলেন। তবে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ধরা পড়ায় ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়।১৯৮৫ সালে সংবাদপত্রে আম্পায়ার পদের বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করেন এবং আগের অভিজ্ঞতার সুবাদে সুযোগ পান। ১৯৯৫ সালে নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক আম্পায়ারিংয়ে হাতেখড়ি হয়। ২০০০ সালে প্রথম টেস্ট আম্পায়ারিং করেন। তাঁর মতে, ২০০৫ সালের অ্যাশেজে এজবাস্টন টেস্ট, যেখানে ইংল্যান্ড মাত্র ২ রানে জেতে, তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম স্মরণীয় ম্যাচ। প্রায় তিন দশকে ৪০০-র বেশি আন্তর্জাতিক ও বহু আইপিএল ম্যাচ পরিচালনা করেছেন তিনি। তাঁর অঙ্গভঙ্গির পিছনে রয়েছে হকি আম্পায়ারিংয়ের অভিজ্ঞতা।বর্তমানে চ্যারিটি ম্যাচে আম্পায়ারিং করেন বিলি, পাশাপাশি তরুণ আম্পায়ারদের কোচ ও মেন্টর হিসেবে কাজ করছেন। ক্রিকেটের বাইরে বাঁকা আঙুল নামে টুপি ও বাকেট হ্যাটের ব্র্যান্ড চালু করেছেন, যেখানে তাঁর সেই বিখ্যাত বেঁকানো আঙুলই লোগো হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।